দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 12 SEP 2013
পৃষ্ঠা - ৫ কলাম ১-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচন

ভোটার আইডি প্রদানে ছলচাতুরির অভিযোগ

বিরোধী মতাবলম্বীরা কার্ড পাচ্ছেন নাঃ নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয়

মোবারক হোসাইন: আর একদিন পরই শুরু হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন। আগামী ১৪, ২১ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা ও ঢাকার বাইরে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে নির্বাচন ঘনিয়ে আসলেও অধিকাংশ ভোটারই এখনও ভোটার আইডিকার্ড পাননি বলে অভিযোগ করেছেন প্রার্থীরা। তারা এ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। নির্বাচনে অংশ নেয়া ভোটারদের ভোটার আইডিকার্ড প্রদান নিয়ে বর্তমান প্রশাসন নানা ছলচাতুরি, ষড়যন্ত্র ও কৌশল অবলম্বন করছে, বলেও অভিযোগ তাদের। একাধিক প্রার্থী জানান, এখন পর্যন্ত ২৫ শতাংশের বেশি ভোটার আইডিকার্ড পাননি। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে স্মারকলিপি প্রদান করা হলেও এখনও কোন কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে জানা যায়।

এছাড়া জাতীয়তাবাদী প্যানেলের প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বাধা দেয়া হয়েছে বলে জানান প্রার্থীরা। একটি বিশেষ মহলের প্রার্থীদের নির্বাচনে বিজয়ী করতে বর্তমান প্রশাসন এটি করছে বলে অভিযোগ তাদের। এছাড়া সহাবস্থান না থাকা ও সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের মারমুখী অবস্থানের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের ৩টি ভোট কেন্দ্রে ভিন্নমতের প্রার্থীদের ভোট প্রয়োগে নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তারা।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ ১৯৭৩-এর ২০(১) ধারা অনুযায়ী তিন বছর পরপর সিনেটে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। সর্বশেষ এ নির্বাচন হয়েছিল ২০০৯ সালে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় গত জুলাইয়ে নতুন নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। ইশতেহার অনুযায়ী ১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার বাইরে ২৭টি কেন্দ্রে, ২১ সেপ্টেম্বর ১৩টি কেন্দ্রে এবং ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ৩টি কেন্দ্রে এ নির্বাচন হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটরা এ নির্বাচনে তাদের ভোট প্রদান করবেন। গণতান্ত্রিক পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী নামে এ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন আওয়ামী ও বিএনপিপন্থী গ্রাজুয়েটরা। কিন্তু এ নির্বাচন নিয়েও শুরু হয়েছে নানা সংশয় এবং আশঙ্কা। বর্তমান প্রশাসন নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে নানা ছলচাতুরি, ষড়যন্ত্র ও কৌশল করছে বলে অভিযোগ প্রার্থীদের। প্রার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচন আমাদের দোরগোড়ায় চলে এসেছে। আর মাত্র একদিন বাকি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ২৫ ভাগের বেশি ভোটার তাদের ভোটার আইডিকার্ড পাননি। ভোটার আইডিকার্ড প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্বাচন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব নয়। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে তারা পোস্টাল অফিসকে দায়ী করেন। প্রার্থীদের অভিযোগ, প্রশাসন নির্বাচনে ভরাডুবির ভয়ে ছলচাতুরী করে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আইডিকার্ড ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। আর বাকিদের কার্ড যেন না পৌঁছে সে ব্যবস্থা করছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ভোটার আইডিকার্ডের পাশাপাশি ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান প্রার্থীরা।

জাতীয়তাবাদী পরিষদ প্রার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. আফম ইউসুফ হায়দার বলেন, কেবল বিশেষ একটি প্যানেল সমর্থিত ভোটাররাই ভোটার আইডিকার্ড পেয়েছেন। যে প্রক্রিয়ায় আইডিকার্ড প্রেরণ করা হচ্ছে, সেখানে ইচ্ছে করে সুকৌশলে সময়ক্ষেপণ করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, ঢাকার বিশ হাজার ভোটারের কথা মাথায় রেখে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উচিত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আরও নতুন নতুন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা। তিনি বলেন, সিনেট নির্বাচনের প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব দল-মতের শিক্ষার্থীর সহাবস্থান নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল প্রশাসনের। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোনো উদ্যোগই চোখে পড়ছে না।

এসব বিষয় নিয়ে গত মঙ্গলবার ভিসি আ আ ম স আরেফীন সিদ্দিককে স্মারকলিপি প্রদান করেছে জাতীয়তাবাদী পরিষদের প্রার্থীরা। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।